শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজ
এক মহাজীবনের মহাপ্রয়াণ

- শ্রী কুশল কুমার বাগচী

বিগত ইং 30 এপ্রিল ২০০০,রবিবার ,বাংলা ১৭ই বৈশাখ ১৪০৭,দ্বিপ্রহর বেলা ২টায় আমাদের পরমাধ্য গুরুদেব শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজ পূর্ণ -চৈতন্য সমন্বিতে সজ্ঞানে তার মর্ত্য লীলা সংবরণান্তে অমৃতধামের আনন্দলোকে প্রত্যাবর্তন করেছেন ।

অখন্ড আলোকরাজ্যে সর্বশক্তি, পূর্ণজ্যোতি সংহত করে পূর্ব বাংলা অধুনা বাংলাদেশে ফরিদপুরে জেলায় ইং ১৯০০ সাল,বাং ১৩০৬ সনের বুধবার ভাদ্রমাসের জন্মাষ্ঠমী তিথির এক বর্ষণমুখর অমানিশায় উন্মুক্ত প্রকৃতির তলে বকুল গাছের তলায় যে মহাবতার জন্মগ্রহণ করেছিলেন -এক শতাব্দী দীর্ঘ ভারতবর্ষের সর্বশাস্ত্র বেদ বেদান্তের নির্যাসসিক্ত ধর্মের জীবন্ত নিদর্শন স্বরূপ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তার শেষ লগ্নের আবাস- স্থল ভব-নীড়ের'র ভবের অপ্রাকৃত লীলা সমাপন করে আপন নীড়ে প্রত্যাগমন করেছেন।
পিতা বিপিন বিহারী চট্টোপাধ্যায় ও মাতা পাষাণী দেবীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান বাদল ঘন রাত্রি তে জন্মগ্রহণের ফলে স্নেহের নামকরণ হয় বাদল। চিরমুক্ত তিনি,তাই চারদেয়ালের বন্ধন মুক্ত।উন্মুক্ত আকাশতলে বকুল গাছতলায় তার জন্ম। বিদেহী পরমাত্মা রূপে যিনি সর্বভূতে পরিব্যাপ্ত,তিনি নামরূপে অন্তরালে স্বেচ্ছাবৃত। জন্মলগ্নের রহস্যময়তা তার লোকায়ত সাধন জীবনকে স্পর্শ করে জীবনের শেষ লগ্ন অব্দি প্রসারিত। তার জন্মরহস্য চিরন্তরালবর্তী রাখার প্রয়োজনীয়তা কারণেই যেন তিনি মাতৃগর্ভে আসার সঙ্গে সঙ্গে মাতার মানসিক ভারসাম্যের বিচ্যুতি। বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী জমিদারবাড়ীর অসংখ্য পরিচারকের অভিভাবকত্বে চিরহরিৎ বাংলদেশের উন্মুক্ত উদার প্রকৃতির শ্যামলীমার বাতাস গায়ে মেখে তার বাল্যলীলা।
অসম , সাহসী,শ্রুতিধর সাঙ্গীতিক প্রতিভাসম্পূর্ন সত্যনিষ্ঠা ধর্মীয় ব্রতকথা যাত্রাপালা শ্রবন -দর্শনে ভাবসমাধির আবেশ,জাতপাতের অনুশাসন অমান্যের অত্যুচ্চ মানসিকতা নিম্নবর্গ অবহেলিত দরিদ্র মানুষদের দুঃখে সমব্যাথিত্ব ত্যাগ ও দানধর্ম্মিতার অনন্যাসাধারণ দৃষ্টান্ত সমুজ্জল তার শৈশবকাল।
জাগতিক বিদ্যাশিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে পরি স্ফূ ট হতে থাকে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা ও ধর্মীয় চিন্তাভাবনা। নয় বছর বয়সে ভোলাগিরি

মহারাজ, ষোলো বছর বয়সে করুণানিধি রামঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ ও পরিশেষে তার নিজেরই কথায় "শেষ গুরু শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজ দরিদ্র মানুষদের দুঃখে সমব্যাথিত্ব ত্যাগ ও দানধর্ম্মিতার অনন্যাসাধারণ দৃষ্টান্ত সমুজ্জল তার শৈশবকাল। জাগতিক বিদ্যাশিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে পরিস্ফূট হতে থাকে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা ও ধর্মীয় চিন্তাভাবনা। নয় বছর বয়সে ভোলাগিরি মহারাজ,ষোলো বছর বয়সে করুণানিধি রামঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ ও পরিশেষে তার নিজেরই কথায় "শেষ গুরু শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজ" বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষালাভ লখনৌ মরিস কলেজে ভারতীয় মার্গসংগীতে সুরের অবগাহন যৌবন -প্রারম্ভে অনুশীলন সমিতি সক্রিয় সদস্য রূপে ত্রৈলোক্য মহারাজের বিশেষ স্নেহ ভাজন হিসেবে পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহন প্রভৃতি জাগতিক ঘটনা র পটভূমিকায় তার অন্তর্জীবনে পরিবতন অধিকাংশের নিকটেইঅনাবিষ্কৃত। নয় বৎসর বয়সে যিনি ডাইরীর পাতায় লিখতে পারেন অদৈত্ববাদের চরম সত্য।

বহুজ্ঞান নাই মোর এক জ্ঞানে জ্ঞান
একে সব সবে এক সকলি সমান

সেই জ্ঞান স্বরূপ অখণ্ডব্রহ্মমের আধ্যাত্বিক জ্ঞানের অতলান্ততার পরিমাপ করবে কোন অন্তর্ভেদী মধ্য যৌবনে আদ্যাশক্তি স্বরূপিণী মার সঙ্গেগার্হস্থ্যসমে প্রবেশ করে ও মাঝে মধ্যেই এক বৎসর দুই বৎসর গৃহ ছাড়া ঈশ্বর সন্ধানী পর্যটকের জীবন ও পরিশেষে একাদিক্রমে বারো বৎসর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী -হিমালয়ে দুস্তর গুহা কন্দরে কঠোর তপস্যান্তে ঈশ্বরপলব্ধি পূর্ণব্রহ্মভে প্রতিষ্ঠা। যিনি স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম সর্ব জীব জগতের চৈতন্য স্বরূপ তার ঈশ্বর লাভের সাধনা সবই লোক শিক্ষা জনিত।

তার সাধনোত্তীর্ণ জীবনের স্বয়ং নির্দিষ্ট স্বপ্রকাশ লগ্নে সমগ্র ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে হালুয়া বাবা পাগলা বাবা শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজ ১০৮প্রভৃতি বিভিন্ন নামরূপে অবগুন্ঠনে বিচিত্র অলৌকিক ঘটনাবলীর সংঘটন বিভিন্ন যোগী সাধু সন্তদের আত্মদর্শন ঈশ্বরোপলব্ধির মার্গ প্রদর্শন ও হিমালয়ের উদাত্ত গম্ভীর স্বর্গীয় পরিবেশ ত্যাগ করে পুনরায় সংসারাশ্রমে স্থিত হয়ে সংসারে ত্রিতাপজ্বালা পীড়িত সাধারণ মানুষ কে যুগোপযোগী তার প্রবর্তিত সকল যোগ মার্গে নির্যাস সৃষ্ট গুরু যোগ অবলম্বনে আত্মপোলব্ধি ঈশ্বর লাভের পথ নির্দেশ দান এই নশ্বর দেহ ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য স্বরূপ।

অসংখ্য সাধুসন্ত দেবদত্ত মহারাজ পিনাকপানি মহারাজ সাহিত্রী মা সুচিত্রা পুরী হরিহর বাবা রামকৃষ্ণ সহযোগী কান্দি ক্ষ্যাপাবাবা নূরমহম্মদ মমাঠিপ্রকাশ ও সিদ্ধপ্রকাশ আরণ্য ও আরো অনেক উচ্চ মার্গের সন্ন্যাসী ও সাধু বর্গ এই দীর্ঘ

মহাজীবনের চরণ বন্দনা করেছেন তার কৃপালাভের আপন সাধন দুয়ার উন্মুক্ত করার তীব্র পিপাসায়।

পূর্ণকলির এই পৃথিবীতে সমগ্র মানবসমাজে সার্বিক অবক্ষয় সামাজিক মানবিক শাশ্বত ধর্মীয় মূল্যবোধের ক্রমক্ষীয়মানতার তীব্র প্রকাশ সাধু সন্ত ও ধর্মীয় সংগঠনের সত্যনিষ্ঠার বিচ্যুতি প্রভৃতি ঈশ্বরের অবতরণের যে সব আবশ্যিক শর্তাবলী ।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতী ভারতম
অভ্যুথানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম
পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম
ধর্ম সংস্থাপনায় সম্ভাবামি যুগে যুগে

গীতোক্ত এই অঙ্গীকার রক্ষায় ধ্বংসোন্মুখ এই বিশাল সমগ্র মানবসমাজের সার্বিক ধ্বংসের পর সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অধর্মের বিনাশ ও ধর্ম পুনরুস্থাপনের প্রয়োজনে অখণ্ড আলোক রাজ্যের সরণি বেয়ে সপার্ষদএই মহাবতার সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পর এই মানব দেহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন নিঃসঙ্গ মহাগুরু তার নশ্বরদেহ শতাব্দী কি যুগ যুগান্ত ধরে রক্ষা করে আসছেন(যোগী কথামৃত - পরমহংস যোগানন্দ, পৃষ্ঠা ৩৫০)

তিনি পরামুক্ত ইচ্ছাতীত তাই তার ইচ্ছা প্রকৃতিতে কোনো তরঙ্গ সৃষ্টি করে না তিনি জ্যোতির্ময়তার কপালে ফুটে ওঠা আলোকময় ওঁকার চিহ্ন কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়। পরমব্রহ্ম স্বরূপ সর্বজীবে সকল জড়ো ও চৈতন্যে তিনি পরিব্যাপ্ত সকল ধর্ম ও মতবাদের উৎস স্বরূপ সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক নারী ও পুরুষের ভেদাভেদহীন সর্ব দেবদেবীর উৎস ও আরাধ্য পরমানন্দ শিব তিনি সেইজন্যমানব জমিনে শিব শক্তি ও কৃষ্ণ মন্ত্রে বীজ বপনের অধিকারী। তার অংশ হতেই উদ্ভূত অবতার তাই নির্যাস তিনি অবতারী বা মহাবতার। যে মায়াতীত সেও কালের অধীন একমাত্র মহাবতারই কালাতীত। সুদীর্ঘ এক শতক মহাজীবনের অনন্ত রহস্যময়তা শিশিরবিন্দুতে সূর্যপ্রকাশ সম তার বিচিত্র কর্মধারা দেবভূমি ভারতবর্ষে অবতরণ উদ্দেশ্য স্বরূপ তার প্রবর্তিত সকল যোগ সাধনা নির্যাস সম্পৃক্ত গুরু যোগ যার সহজসাধ্য সাধনে আগামী প্রজন্মের মানবসমাজ তাদের সংসার জীবনের অসীম জীবন-যন্ত্রনার মাঝেও চিত্তের অনাবিল প্রশান্তি মানসিক স্থৈর্য সত্যনিষ্ঠা নির্বাসনা ধৈর্য্য ক্ষমা ত্যাগ ও দানের মহিমার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও পরিশেষে আত্মদর্শন ও আত্মোপলব্ধি ও ঈশ্বরপলব্ধি সন্ধান পাবে। অনন্য যোগসাধনের বাহ্যিক ক্রিয়া-বিমুক্ত শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজ প্রবর্তিত গুরুযোগ সাধন রাজ্যে এক অনুপম সৃষ্টি শুধু মাত্র অনুক্ষণ , শয়নে স্বপনে আধো জাগরণে গুরু স্মরণ মনন , গুরু আদেশ

পালন , গুরু রূপ স্মরণ ও ধ্যান , গুরু বন্দনা-গান ও গুরু প্রসঙ্গ। কোনো শ্রম সাধ্য বাহ্যিক ক্রিয়ার যান্ত্রিক অনুরণন বিহীন আনন্দ সাগরে অবগাহন করে আনন্দ স্বরূপ এর অনন্ত ঐশ্বর্যে লীন হয়ে যাওয়া। এই গুরু যোগের সাধন প্রক্রিয়ায় তাঁর কিছু ভাগ্যবান দীক্ষিত সন্তান ও সাধারণ ভক্ত ও এই নশ্বর দেহী বাবাজী মহারাজ যে অবিনশ্বর বিদেহী শ্রী শ্রী মহারাজ এর দেহি রূপ ও বিশ্ব সৃষ্টির নিয়ন্তা স্বয়ং পুরুষোত্তম শ্রী কৃষ্ণ ও সকল দেব দেবীই যে তাঁর অংশ, এই বিরল কৃপা সঞ্জাত বোধে বোধিয়ান।

অনন্ত রহস্যময়তায় আবৃত তার অবতরণ, ভব সাগরে ভবের খেলা, তার আদর্শ - মহিমা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভগবৎ - বিশ্বাস এর আশ্রয় স্থল রূপে পরিগণিত হওয়া তার প্রবর্তীত গুরুযোগে এর সার্বিক গ্রহণ যোগ্যতা, তার সৃষ্ট ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দ্বাদশ আদিত্যর সাযুজ্য মান, দ্বাদশ মন্দির এর অন্যতম বীরভূম এ রায়পুর এর মন্দির এ সর্ব তীর্থ সার হয়ে ওঠার অঙ্গীকার ও সর্বোপরি কলিযুগ এই ক্রান্তিকালে তাঁর চলে যাওয়া, তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাস্তবায়ন এর সম্ভাবনা তাঁর শিষ্য, সন্তান ও ভক্ত মন্ডলীর এক বিস্ময় বেদনা বিহ্বল নিরন্তর প্রশ্ন।

" সূর্য সত্য, মৃত্যু সত্য, গুরু বাক্য সদা সত্য " - গুরু বাক্যের প্রতি বিশ্বাস ও অবিচল নিষ্ঠাই হবে আলোক বর্তিকা। বিচার বুদ্ধি ও অবিশ্বাস এর কুয়াশায় যা অবিশ্বাস্য ও অস্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান, ভক্তি, প্রেম ও বিশ্বাস এর আলোকে সরলতার আয়নায় তাই প্রতিফলিত সহজ স্বাভাবিকতার পরিস্ফুট রূপ।

ঘরের বাইরে যার জন্ম - নশ্বর দেহের চৈতন্য - সংবরণ ও ঘরের বাইরে। তাঁর হঠাৎ চলে যাওয়া , তাঁর আদ্যা শক্তি স্বরূপিনী স্ত্রী , পরিবার অগণিত শিষ্য ও ভক্ত মন্ডলীর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন বিরহের অন্তর জ্বালায় নিঃসীম শূন্যতা বোধের মধ্যেও তাঁর চিরায়ত শাশ্বত রূপ, তাঁর করুণাশীষ - ধন্য আনন্দময় স্বরূপের বোধ সবার হৃদয় মাঝে একই ঐক্যতান - তিনি ছিলেন, তিনি আছেন , তিনি থাকবেন।

বিশ্ব সৃষ্টির নিয়ামক রূপে তিনিঁ ছিলেন যুগ যুগান্তর ধরে আমাদের আপামর মানব সমাজের তথা সমগ্র জড় ও চেতন জীব জগতের বিবেক চৈতন্য রূপে শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজ আছেন ও সৃষ্টির কালচক্রের নিয়ামক রূপে তিনিঁ থাকবেন।

মা এর স্নেহ , অনুতাপের অশ্রুজল , ভগবৎ ভক্তির মহা ভাব , প্রেম ভালোবাসা , সংগীত, শিশুর হাসি ও সর্বোপরি শরণাগতি, পূর্ণ বিশ্বাস ও আমাদের হৃদয় মন্দিরে পরমাত্মা স্বরূপের গ্রহণ যোগ্যতায় তিনি থাকবেন।